(একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩
www.moef.gov.bd

নং-পবম/পরিবেশ-৩/ছাড়পত্র-২/২০১০/৪৪ তারিখঃ ২২.০২.২০১৫ খ্রিঃ।

পরিপত্র

বিষয় ঃ **প্রকল্প চূড়ান্তকরণের (গ্রহণ/অনুমোদন) পূর্বেই পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment-EIA) সমীক্ষা সম্পন্নকরণ।**

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ২০(২)(চ) সংখ্যক ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর ৭(৬)(গ) ও (ঘ) সংখ্যক বিধিতে শিল্প স্থাপন বা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এবং নিরূপিত প্রভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা নেওয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার আওতায় কমলা-খ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Initial Environmental Examination (IEE) সম্পাদন, ছাড়পত্র গ্রহণ ও Environmental Management Plan (EMP) প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন এবং লাল শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পাদন, ছাড়পত্র গ্রহণ এবং EIA এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২। প্রকল্প গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইনসহ বিভিন্ন প্রকার সমীক্ষা ও দলিল সম্পাদন ও প্রস্তুত করা হয়। এগুলোর পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় ক্ষেত্রমত IEE এবং EIA করা আবশ্যক হলেও প্রকল্প গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত এ সকল সমীক্ষা ও দলিলগুলো প্রস্তুত করা হয় না। এতে করে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায় যেমন প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইন, প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রস্তুত ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের বিভিন্ন পর্যায় যেমন প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা সম্পাদন ইত্যাদি একটি অপরটির সাথে ক্রমান্বয়ে সম্পর্কিত এবং একটি কাজ সম্পাদন করার পাশাপাশি পরিবেশের অনুরূপ কাজটি সম্পাদন করা প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কাজটি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন ঃ

প্রকল্পের পর্যায়	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ধরন
প্রকল্পের ধারণা লাভ (Project Concept Level)	প্রাক পরিবেশগত পর্যালোচনা (Preliminary Environmental Review-PER)
প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন (Pre-feasibility study)	প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (IEE- Initial Environmental Examination) ও EIA-এর ToR প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ
প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইন (Feasibility study. Detailed engineering design)	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (EIA-Environmental Impact Assessment) সমীক্ষা সম্পাদন
প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রস্তুত	EIA হতে প্রাপ্ত পরামর্শ/সুপারিশ প্রকল্প দলিলে অন্তর্ভুক্তকরণ
প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	EMP (Environmental Management Plan) বাস্তবায়ন
প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পরিবীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (প্রকল্পের লাইফ টাইমে ঈপ্সিত সুবিধা লাভ)	Monitoring Plan বাস্তবায়ন, follow-up & feedback to EMP এবং Environmental Auditing

৩। তাই যে কোন প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত অনুসৃত পর্যায়সমূহের প্রয়োজনীয় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নিশ্চিত করনার্থে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হলো ঃ

ক) প্রকল্প গ্রহণ/অনুমোদন-এর পূর্বে অবশ্যই IEE ও EIA সম্পাদন করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

খ) সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ গ্রহণের পূর্বে আলাদাভাবে সমীক্ষা প্রকল্প নিয়ে সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় IEE এবং EIA সম্পাদন করতে হবে।

গ) EIA সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিজাইন পরিমার্জন অর্থাৎ EIA সমীক্ষার সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘ) পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহার/হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় EIA সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত EMP (Environmental Management Plan) বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের লাইফ-টাইমে যখন প্রকল্পের ঈপ্সিত সুবিধা লাভের সময় অর্থাৎ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণকালে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পর্যালোচনা ও নির্ণয় করতে হবে এবং তা দূরীকরণের জন্য পরিবেশগত নিরীক্ষা (Environment Audit) করতে হবে।

চ) উল্লিখিত (ঘ) ও (ঙ)-এ বর্ণিত কর্ম সম্পাদনের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রয়োজনীয় আইটেম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

ছ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খাতভিত্তিক খসড়া EIA গাইডলাইনগুলো সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

জ) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে EIA সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে মর্মে অর্থ বিভাগ নির্দেশনা জারি করবে।

ঝ) প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে EIA সম্পাদন করতে হবে এবং ডিপিপিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গৃহীত হয়েছে কী-না এ সংক্রান্ত তথ্য সংযোজন করতে হবে মর্মে পরিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগ একটি পরিপত্র জারি করবে।

ঞ) পরিবেশ অধিদপ্তর EIA সম্পাদনে দক্ষ এমন প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরি করবে; তবে শর্ত থাকে যে, EIA প্রতিবেদনের কারণে পরিবেশ বা প্রকল্পের ক্ষতি সাধিত হইলে EIA সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। যথেষ্ট সময় নিয়ে বিস্তারিতভাবে EIA সম্পাদন করতে হবে।

৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তাং ২২-০২-২০১৫
(ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
ফোন ঃ ৯৫৪০৪৮১
ফ্যাক্স ঃ ৯৫৪০২১০
ই-মেইলঃ secretary@moef.gov.bd

নং-পবম/পরিবেশ-৩/ছাড়পত্র-২/২০১০/২২১ তারিখঃ ০৫.০৪.২০১৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ),
০৪। সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (সকল বিভাগ), শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
০৫। সংস্থা প্রধান (সকল সংস্থা)
০৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৮। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা(পরিপত্রটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।
০৯। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
১১। প্রোগ্রামার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (পরিপত্রটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের website -এ upload করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৫/৪/২০১৫
(রোকসানা তারান্নুম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৭২২৩